স্থানীয় নায়কেরা : সংহতি এবং বৈচিত্র্য

(এলায়েন্স ফর এমপাওয়ারিং পার্টনারশিপ(এফোরএপি) ***Local Heroes – Solidarity and Diversity*** *শীর্ষক রচনার বাংলা ভাবানুবাদ)*

সংকটে স্থানীয় সাড়াদানকারী: নেপথ্যের বীর সেনানী

এলায়েন্স ফর এম্পাওয়ারিং পার্টনারশিপ(এফোরএপি) স্থানীয় নায়কদের কৃতিত্বকে গর্বের সাথে উদযাপন করছে। বিশ্ব মানবতাবাদী দিবস (ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান ডে) ২০২০ উপলক্ষে আমরা অনেক স্থানীয় সংস্থার বহু স্থানীয় হিরোদের সম্মান জানাই, যেসব আদর্শ ব্যক্তিবর্গ কোভিড ১৯-এর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং লকডাউন চলাকালে ভাইরাসটির সংক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, বেশিরভাগ সময়েই তারা কাজ করেন ভীষণ ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে। এই নাম না জানা এবং স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানকারীগণ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরি করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। অনেক দেশে, তারা স্বাস্থ্য ও পয়নিষ্কাশন কর্মী, গাড়ি চালক, দোকানদার এবং অন্যান্যদের পাশাপাশি 'অপরিহার্য' অংশ হিসেবে কাজ করেছেন। যখন আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবস্থাও মূলত অকার্যকর হয়ে পড়েছিলো- এমন কোঁ সময়েও তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সীমিত স্থানীয় সম্পদ নিয়েই সংকট মোকাবেলায় ভূমিকা পালন করছেন এবং সেটা অব্যহত রাখছেন। তারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে তদবির করার দায়িত্ব নিয়েছেন, তথ্য, খাদ্য, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করেছেন, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সতর্কতা প্রচার করেছেন এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনী উপায় অবলম্বন করে লকডাউনকালীন সময়ের প্রতিবন্ধকতাগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছেন। এই মহামারীতে সংকট মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে স্থানীয় সংস্থাগুলি যে দক্ষতা দেখিয়েছে, আমরা তাদের সেই ভূমিকার প্রশংসা করি।বাস্তব জীবনের এই নায়কেরা আমাদের মাঝে সদা-সর্বদা থাকেন, মানবতা বজায় রাখতে তাঁরা সবসময়ই সক্রিয়। আমরা তাদের কর্মবৈচিত্র্য, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উদযাপন করি।

বিদ্যমান শক্তিগুলোর মুখোমুখি: অচেনা স্থানীয় নায়কেরা

বিশ্ব মানবতাবাদী দিবস ২০২০ আমাদেরকে অচেতন পক্ষপাত এবং সচেতন কুসংস্কার সম্পর্কে সততার সাথে বলার আহ্বান জানায়। মানবিক খাতকে 'মানবতা বিনিময়' দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কাজ করা উচিৎ। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার মুভমেন্ট এবং অন্যান্যের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে চলমান বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন গভীরভাবে প্রোথিত ঐতিহাসিক এবং পদ্ধতিগত বর্ণবাদী মনোভাব এবং জাতিগত বৈষম্যের উপর আলোকপাত করেছে, যা মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলোকে অস্বীকার করে। এটি 'মানবিক খাতেও' বর্ণবাদ এবং উপনিবেশবাদী শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কথা বলার সূত্রপাত ঘটায়।

স্থানীয় সংস্থাগুলি প্রায়শই স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এগুলো তৈরি হয় ঔপনেবেশিক সময়ের প্রভাব এবং নতুন আন্তর্জাতিক সহায়তার আধিপত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। সীমিত আত্মবিশ্বাসের অর্থ হলো সম্ভাব্য অবদান রাখতে না পারা।

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা এবং তাদের কিছু কর্মীদের কাছে বর্ণবাদ হলো নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশজনিত গভীর একটা সমস্যা। এই শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে আরও কিছু বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি। সাংগঠনিক উদ্দেশ্যে এবং আচরণে মৌলিক নৈতিক বিভ্রান্তি এবং মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা কোন প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়, ফলে এর কোনও প্রযুক্তিগত সমাধানও নেই। নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করার বোধটি মানসিকতায় গভীরভাবে নিহিত

এবং কেবল সংহতি ও অংশীদারি মানবতার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বৈচিত্র্যকে মূল্যয়ন করা সংস্থার অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে নিহিত আছে।

স্থানীয় নায়কদের নিজেদের ঘরও সামলে রাখতে হবে

যদিও আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবসায়কে তার অচেতন, এবং অত্যন্ত সচেতন পক্ষপাত, বর্ণবাদ এবং শ্রেষ্ঠত্বের বোধগুলোকে গভীরভাবে পরীক্ষা করা দরকার, আমরা স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থা হিসাবে স্বীকার করতে পারি যে, আমাদের কর্মীদের মধ্যে বর্ণবাদ ও অসম্মানজনক আচরণ থাকতে পারে। এই আচরণ হতে পারে সহকর্মীদের প্রতি, সংকট-আক্রান্ত জনগণের প্রতি, এবং মাঝে মাঝে হতাশাজনিত কারণে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কর্মীর সঙ্গেও হয়ে যেতে পারে। আমাদেরও এই সমস্যাগুলি অভ্যন্তরীণভাবে সমাধান করা দরকার। আন্তর্জাতিক ত্রাণ ব্যবসায়ীদের জন্য তাদের কাঠামোগত সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ না করে, শুধু কিছু চমৎকার গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়াটাকে কোনও অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

বৈচিত্র্য ও সংহতি: নায়কদের প্রাচুর্য্য

বৈচিত্র্য এবং সংহতির প্রকৃত উদযাপনের অর্থ হলো সমস্ত সংস্থা এই সমস্যাটিকে গভীর আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে সমাধান করা এবং প্রকৃত আলোচনা এবং একটি সচেতন সংস্কৃতি তৈরি করা, যা আরও সক্রিয়ভাবে বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে। আমাদের এমন একটি খোলামেলা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যা মানুষকে নামমাত্র বেঁচে থাকার পরিবর্তে তাঁদের বিকশিত করার সুযোগ তৈরি করবে। সংহতি অর্থ হলো এই স্থানীয় নায়কদের স্বীকৃতি দেওয়া, যারা কখনও কখনও সম্প্রদায়ের সেবার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছে। স্থানীয় সংস্থাগুলিকে স্থানীয় ও জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, মানবিক প্রতিক্রিয়ার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা তুলে ধরে অন্তর্জাতিক নীতিকে প্রভাবিত করতে হবে, তাদের দেশে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের নামে আসা আর্থিক এবং অন্যান্য সম্পদে প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। কিভাবে তহবিল ব্যয় হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যে তাদের প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। সর্বোপরি, স্থানীয় নায়কদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে। অসমতা এবং অবিচার মোকাবেলায় কেবল চারপাশের সমাজেই নয়, সহায়তা খাত- নিয়েও আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

Alliance for Empowering Partnership এর সদস্য সংস্থাসমূহ